তথ্য-ভিত্তিক উন্নয়ন-বিতর্ক প্রসারে

তথ্যপাতা

সংখ্যা ০২ :: ২০১৩

পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর উত্তরণে

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবলম্বন হিসেবে বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর মাধ্যমেই সরকার দরিদ্রতম সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে সম্পদ বণ্টন করে তাদের জীবনধারণ নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হয়।

- **১৯৩০-৪০ দশকে** অর্থনৈতিক মন্দার সময় বিভিন্ন দেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর প্রচলন হয়।
- **নগদ আর্থিক ভাতা, খাদ্য বিতরণ, কর বা ফি মওকুফ, ভর্তুকি** ইত্যাদি তাতে প্রথমে অন্তর্ভুক্ত ছিল।
- ন্যূনতম চাহিদা মিটলেও **শর্তবিহীন** এই সহায়তায় **দারিদ্র্যের চিরস্থায়ী নিরসন সম্ভব হয় না।**
- উৎপাদনশীল খাতে যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতেই পরবর্তীকালে আবির্ভাব হয় **শর্তযোগ্য কর্মসূচীর।**
- **শর্তযোগ্য কর্মসূচীর** মাঝে কাজের বিনিময়ে খাদ্যের মতো কর্মসংস্থান কর্মসূচী সারা বিশ্বে **সর্বাধিক সাফল্যমণ্ডিত ও সমাদৃত।**

  এই ধরনের কর্মসূচীতে সামাজিক উন্নয়নের নানা প্রকল্পে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মজুরির বিনিময়ে নিয়োজিত করা হয়। ফলে একদিকে যেমন তাদের **আয়ের উৎস ও কর্মদক্ষতা** তৈরি হয়, অন্যদিকে **দেশের সম্পদ ও অবকাঠামো উন্নয়ন** হয়।
- অনেক দেশের মতো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীতে **বাংলাদেশেও এমন গুণগত পরিবর্তন এসেছে।**

বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা

অসীম কারণ দেশের মোট **জনসংখ্যার একটি বড় অংশই দারিদ্র্য সীমার নিচে** বাস করে -

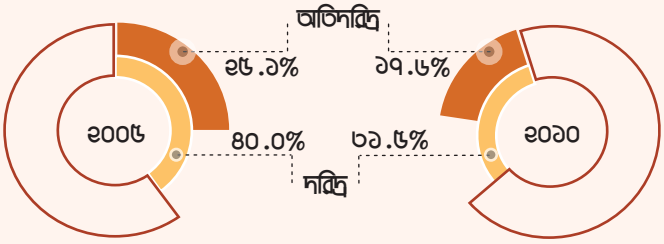

তথ্যসূত্র: জাতীয় খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১০।

- তাদের মাঝে রয়েছে সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে **সম্পদহীন- ভূমিহীন জনগোষ্ঠী** এবং চরাঞ্চল-পাহাড়ি অঞ্চলের **দুর্গম ও ভৌগোলিক ভাবে বিচ্ছিন্ন** বাসিন্দারা।
- তাদের জন্য খাদ্য, শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের মতো **মৌলিক চাহিদাগুলো মেটানোও কষ্টসাধ্য।**
- উৎপাদনশীল সম্পদের অভাবসহ অন্যান্য আর্থ-সামাজিক অক্ষমতার ফলে তাদের জন্য **অর্থনীতির মূলধারায় অংশগ্রহণও কষ্টসাধ্য।**
- ফলে সরকারের **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী** তাদের **জীবনধারণের অবলম্বন** হয়ে দাঁড়ায়।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর অর্থায়ন

- ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীতে মোট **২৫,৩৭১.৪ কোটি টাকা** বরাদ্দ দেয়া হয়।

টাকার অংকে বরাদ্দের পরিমাণ বাড়লেও...

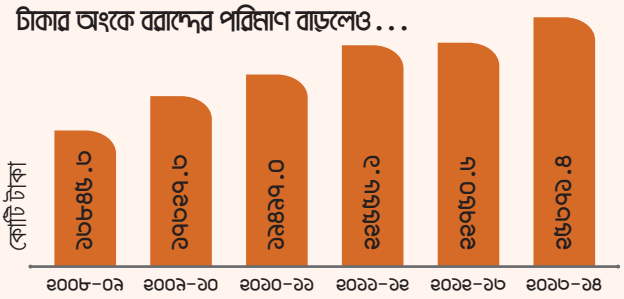

মোট বাজেট বা জিডিপির অংশ হিসেবে কমেছে...

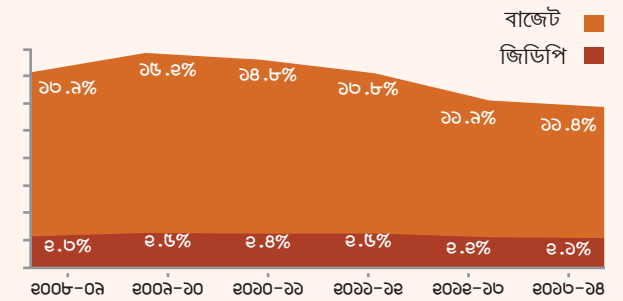

তথ্যসূত্র: অর্থ মন্ত্রণালয়।

মোট উপকারভোগীর সংখ্যাও কমেছে-

অর্থ মন্ত্রণালয়ের হিসেব মতে উপকারভোগীর সংখ্যা **২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রায় ৬৮০.৪ লক্ষ ২০১২-১৩ অর্থবছরে যা ছিল প্রায় ৭০৮.৭ লক্ষ।**

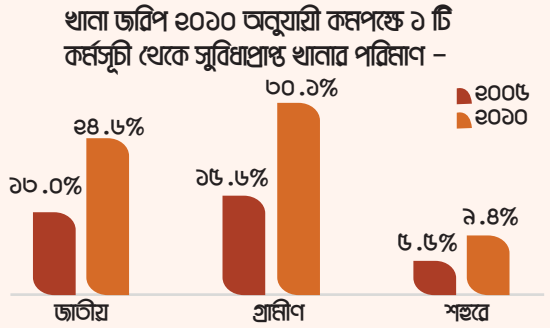

বর্তমানে বাংলাদেশে চলমান ৯৬ টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীকে চারটি মূল ভাগে ভাগ করা যায়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বরাদ্দের হিসেবে সেগুলো হচ্ছে-

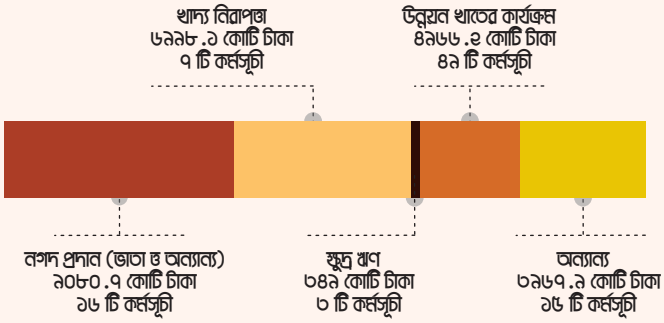

তথ্যসূত্র: অর্থ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ

নানা সমস্যা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে অন্তরায় সৃষ্টি করে-

- সুবিধাভোগী বাছাইয়ের **অকার্যকর প্রক্রিয়া।**
- সুবিধাভোগী বাছাইয়ে **স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি।**
- অকার্যকর ভৌগোলিক টার্গেটিংয়ের ফলে দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় **বরাদ্দ বৈষম্য।**
- তহবিল **তছরুপ ও যথা সময়ে পাওনা না দেয়া।**
- এলাকাভেদে **অনুপযুক্ত সময়কালে** কর্মসূচী পরিচালনা।
- উপযুক্ত **নজরদারি ও দিকনির্দেশনার অভাব।**
- বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত **সংস্থা ও কর্মকর্তার অদক্ষতা।**
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য বাস্তবায়নকারী সংস্থার মাঝে **সমন্বয়হীনতা।**

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী অধিক কার্যকর করতে কিছু করণীয়

দারিদ্র্যের টেকসই নিরসনে সামাজিক নিরাপত্তার ধারণাগত পরিবর্তন -

- সামাজিক নিরাপত্তাকে **ত্রাণ বা অনুদান নয়,** বরং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর **অধিকার হিসেবে মূল্যায়ন।**
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর মাধ্যমে **কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, মূলধারার অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ ও উৎপাদনশীল সম্পদ সৃষ্টি।**
- মূলধারার **জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সমন্বয়।**

প্রক্রিয়াগত মানোন্নয়ন

- পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটি **অংশগ্রহণমূলক** করা।
- **পরিকল্পনা ও প্রস্তুতিতে** যথেষ্ট প্রচেষ্টা ও সময় প্রদান।
- ভাতা ছাড় সহ অন্যান্য **প্রক্রিয়াগত জটিলতা হ্রাস।**

ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি

- নজরদারি সহজীকরণ ও বিভিন্ন কর্মসূচীর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সকল প্রকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর একটি **সমন্বিত তথ্যভান্ডার** তৈরি।
- **ব্যাংক ব্যবস্থায় লেনদেনের মাধ্যমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি** ও দুর্নীতির সুযোগ হ্রাস।
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে উপকারভোগীর **তালিকা ও নির্বাচন প্রক্রিয়া উন্মুক্ত করা** এবং জন-উন্মুক্ত গুরত্বপূর্ণ স্থানে ও ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ।
- সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির **অভিযোগ গ্রহণ ও তা নিষ্পত্তির** বিধিসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ।

প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোয় উন্নয়ন

- সরকারি-বেসরকারি **যৌথ অংশীদারিত্বে** কর্মসূচী গ্রহণ।
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর অনুরূপ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী **বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের** মাধ্যমে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- উপকারভোগী নির্বাচনে **জেন্ডার সমতা** বজায় রাখা।
  প্রকল্প পরিকল্পনায় **স্থানীয় চাহিদা** আমলে রাখা উচিত।
- কর্মসূচীর আওতায় **শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক প্রকল্প** আরও বেশি আনা প্রয়োজন।
- **অন্যান্য দেশে পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর** উদাহরণ থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের কর্মসূচীগুলোকে আরও কার্যকর করা যেতে পারে।

তথ্যের জন্য যোগাযোগ- আইআইডি > ইমেইল- email@iid.org.bd :: ওয়েবসাইট- www.iid.org.bd :: ফোন- (৮৮০২) ৯১০১০১৬

সহায়তায়

প্রকল্প সহযোগী — গবেষণা/বাস্তবায়ন

Disclaimer: This Info-Page has been developed by IID-Dnet under Promoting Democratic Institutions and Practices (PRODIP) program funded by USAID and UKaid and implemented by The Asia Foundation. The information provided on this Info-Page is not official U.S. Government information and does not represent the views or positions of USAID or the U.S. Government or The Asia Foundation .